উপসংহারঃ- আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)- এর অবয়বের গঠন এর গঠন অসাধারণ রকমের সুনিপুণ ছিল। কোন আলোচক তা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবে না। আর তার আচার-আচরণে এত নম্র-ভদ্র মনোমুগ্ধকর ছিল যে, ইহুদীরা রাসূল (সাঃ) এর আচরণে মুগ্ধ হয়ে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে ফেলত।

আর ইমাম তিরমিযী (রঃ) নিঃসন্দেহে একজন প্রথিতযশা, অসাধারণ প্রতিভাধর ও যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফসল জামেউত তিরমিযী।

তখন তারা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা আমরা কি করে সহ্য করবো যে, একজন ইহুদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে?

হুজুর পাক (সাঃ) বললেন, আমার পরওয়ার দেগার কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে নিষেধ করেছেন। ইহুদী এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিলো।

প্রত্যুষের পূর্বক্ষণে ইহুদী বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। এভাবে সে ইসলাম গ্রহণ করে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমি আমার অর্ধেক সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে ছিলাম, আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, এখন আমি যা কিছু করেছি, তার উদ্দেশ্য ছিলো শুধু পরীক্ষা করা তাওরাতে আপনার যেসব গুণ, বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কিনা।

হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট জনৈক ইহুদীর কিছু ঋণপ্রাপ্ত ছিলো। সে এসে তার ঋণ চাইলো। নবী করীম (সাঃ) বললেন, এ মুহূর্তে আমার কাছে কিছু নেই, আমাকে কিছুদিন সময় দাও। ইহুদী কঠোরভাবে বললো, আমি আপনাকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়বো না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তোমার অধিকার আছে, আমি তোমার কাছে বসে পড়লাম। তারপর নবী করীম (সাঃ) সেই খানেই বসে পড়লেন, এবং জোহর, আসর, মাগরিব, ও এশার নামাজ সেখানেই পড়লেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাযও সেখানে পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমান্বয়ে রাগান্বিত হচ্ছিলেন। আর ইহুদিকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন, যাতে নবী করীম (সাঃ) কে ছেড়ে দেয়। রাসুল (সাঃ) বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবিদেরকে বললেন, একি করছো ?

আমি আমার পিতা হযরত আলী (রাঃ) এর নিকট মানুষের ওঠা-বসা ও মেলামেশার ক্ষেত্রে নবী (সাঃ) কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো। তাঁর চরিত্রে নম্রতা, আচার-আচরণে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বভাব মোটেও খারাপ ছিলনা। কথা বার্তাও নিরস ছিলনা। তিনি উচ্চস্বরে বা অশ্লীল ভাষায় কথা বলতেন না। কারো প্রতি দোষারোপ কিংবা কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যেসব দ্রব্য মন মতো হতো না সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু সেগুলো হালাল হলে এবং তার প্রতি আকর্ষণ থাকলে তা থেকে অন্যদেরকে নিরাশ করতেন না। এবং সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতেন না। বরং নিরবতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু বস্তু সম্পূর্ণভাবে চিরতরে বর্জন করেছিলেন।

(১) ঝগড়া-বিবাদ, (২) অহংকার,

(৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

শামায়েলে অনুযায়ে রাসুল (সাঃ) এর আচার-আচরণঃ-

বিশ্বের সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যাকে সৃষ্টি না করলে প্রত্যাশ্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুলোক-ভুলোক কিছুই সৃষ্টি করতেন না। যে নবী (সাঃ) এর পবিত্র নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরশে আজীমে অতি আদরে অঙ্কিত রেখেছেন যার কল্যাণে আদি মানব হযরত আদম (আঃ) পাপ মার্জনা পেয়েছিলেন।

যে মহামানবের আচার-আচরণ ও গুন বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী নবী-রাসুলগণের নিকট প্রেরিত সহীফা ও আসমানী কেতাব সমূহে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি বিংশ শতাব্দিতেও বিধর্মী কর্তৃক প্রণীত ১০০জন মনীষীর তালিকায় আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) প্রথম স্থানে ছিলেন।

ব্যবহারিক জীবনের আচার-আচরণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম। শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হোসাইন ফরমান-

তাঁর চেহারা ছিল গোলাকার ও চাঁদের ন্যায়। হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুল (সাঃ) থেকে অধিক সুন্দর কোনো মানুষ দেখিনি। মনে হত 'সূর্য যেন তাঁর চেহারায় জ্বলজ্বল করছে'। আমি তাঁর চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি।

*হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাঁর গ্রীবা ছিল রৌপ্যের নির্মিত পাত্রের ন্যায় পরিচ্ছন্ন, চোখের পলক ছিল দীর্ঘ, দাঁড়ি ছিল ঘন, ললাট ছিল প্রশস্ত, ভ্রু পৃথক, নাসিকা উন্নত, নাভি থেকে বক্ষ পর্যন্ত হালকা লোমের রেখা ছিল। পেট, বুক, হাতের তালু ছিল সমানুপাতে ও প্রশস্ত।

জনৈক ফারসি কবি মহানবী (সাঃ)এর সৌন্দর্য ও প্রশংসা করতে গিয়ে একক্থায় বলেছেন—

لا يمكن الثناء كما كان حقه : بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

অর্থাৎ, "সম্ভব নয় গাওয়া তোমার মর্যাদাসম প্রশংসা'
একক্থায় খোদার পরে তোমারই মর্যাদা।"

ও সৌন্দর্যপূর্ণ, কাছ থেকে মনে হয় তিনি সুমহান এবং প্রিয় সুন্দর, কথায় মিষ্টতা, প্রকাশভঙ্গি সুস্পষ্ট, কথায় অতিদীর্ঘ।

তিনি অস্বাভাবিক লম্বা ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না, তিনি ছিলেন মাঝারি গঠন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাঁর চুল কোঁকড়ানো ছিল না আবার খাড়াও ছিল না, বরং উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের ছিল। তাঁর ললাট ছিল প্রশস্ত। বুকের উপর নাভি থেকে হালকা চুলের রেখা, দেহের অন্য অংশ লোমশূন্য। চলার সময় স্পন্দিত ভঙ্গিতে পা তুলতেন। তাঁকে হেঁটে যেতে দেখে মনে হত, যেন উপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছেন।

* হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) এর পেশী ছিল চওড়া, চোখ ছিল লালচে, পায়ের গোড়ালি ছিল সরু।

* হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, তাঁর চেহারা ছিল সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বোৎকৃষ্ট।

→ শামায়েল অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) এর দেহ অবয়বঃ-

মহানবী (সঃ) এর অবয়বের গঠন ও সৌন্দর্য এত সুনিপুণ ছিল যে কোনো শিল্পী তার তুলি দিয়ে, কোনো কবি তার কবিতা দিয়ে, কোনো লেখক তাঁর লেখনীর মাধ্যমে, কোনো বক্তা তার বক্তব্য দিয়ে, কোনো আলোচক আলোচনা করে পূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না। কারণ মহানবী (সাঃ) এর অবয়ব ও অপরাপর সৌন্দর্য এরূপ এক মহাক্ষমতাবান শিল্পীর সৃষ্টি, যার কল্পনা করাও মানবের পক্ষে অসম্ভব। তবুও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিজেদের সাধ্যানুযায়ী যা বর্ণনা করেছেন তা হলো, চমকানো রং, উজ্জ্বল চেহারা, সুন্দর গঠন, অতি মোটাও নয়, আবার ঝুঁকে পড়াও না। অসাধারণ সৌন্দর্যের পাশাপাশি, চিত্তাকর্ষক দৈহিক গঠন, সুরমারাঙ্গা চোঁখ, লম্বা পলক, ঋজু কন্ঠস্বর, লম্বা ঘাড়, সুক্ষ্ম ও পরস্পর সম্পৃক্ত ভ্রু, চমকানো কালো চুল, চুপচাপ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কথা বলার সময় আকর্ষনীয়, দূর থেকে মনে হয় সবার থেকে উজ্জ্বল

আহকামে হাদীস ও সহীহসুন্নাহ প্রমাণাদির বর্ণনার দিক থেকে এটি সুনানু আবি দাউদের অনুরূপ। প্রয়োজনীয় সকল হাদিস এতে বিদ্যমান।

১৩. ইন্তেকাল:-

প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী তিনি হিজরী ২৭৯ সনের ১৩ রজবে মোতাবেক ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার তিরমিয থেকে ছয় ক্রোশ দূরে "বুগ" নামক গ্রামে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তাঁর বয়স ও মৃত্যু সন প্রসঙ্গে জনৈক কবি বলেন-

الترمذي محمد ذو زين عطر (২৭৯) وفاته عمره في (৭০) عين

আল্লামা সামআনী (র)- এর মতে, ইমাম তিরমিযী (র) ২৭৫ হিজরী সনে এবং মাযহার আবিদ সিন্ধি (র)- এর মতে ২৭৭ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর শিক্ষক হলেও তাঁর সম্পর্কে বলেন—

انتفعت بك اكثر مما انتفعت بى

অর্থাৎ, তুমি আমার দ্বারা যতটুকু উপকৃত হয়েছ আমি আমার তোমার নিকট থেকে তার চেয়ে অধিক উপকৃত হয়েছি।

১২. <u>হাদীস শাস্ত্রে তার অবদান:-</u>

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হলো "জামেউত তিরমিযী" রচনা, এটি অত্যন্ত মূল্যবান ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী হাদিসগ্রন্থ। হেজায ও ইরাকের উলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। শাইখুল ইসলাম হারফী (রঃ) বলেন, হাদীসশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরিফ থেকে অধিক উপকারী। "জামেউত তিরমিযী" গভীরতা ও বিশুদ্ধতার দৃষ্টিতে বুখারী শরিফের পদাঙ্কের বাহক। উপস্থাপনা ও শৃঙ্খলার দিক থেকে এটি সহীহ মুসলিম শরীফের অনুরূপ।

মেধাশক্তি ছিল প্রবাদতুল্য। একবার শ্রবণ করামাত্র তাঁর মুখস্ত হয়ে যেত।

১০. আল্লাহভীতিঃ- ইমাম তিরমিযী (র:) তাকওয়া, আল্লাহভীতি, পরহেযগারীতে এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন যে আল্লাহ তায়ালার ভয়ে তিনি সর্বদা কান্নাকাটি করতেন, এবং চোঁখ থেকে সর্বদা অশ্রু ঝরত। এমনকি ক্রন্দন করতে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল।

১১. তাঁর সম্পর্কে মনীষীবৃন্দের উক্তিঃ- ইমাম তিরমিযী (র) একজন হাফেয, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফিকহবিদ, বুদ্ধিমান ও অদ্বিতীয় মুজতাহিদ ছিলেন।

اشعة اللمعات গ্রন্থকার বলেন= انه كان من جبال الحديث ولكن البخارى (رح) كان شمس سماء هذا الفن -

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন হাদীসশাস্ত্রের পাহাড়তুল্য, তবে ইমাম বুখারী (র) তাঁর ছিলেন এবিষয়ে আকাশের সূর্যতুল্য।

প্রসঙ্গে লিখেছেন যে-

وقد سمع محمد بن اسماعيل منى هذا الحديث

তাছাড়া ইমাম বুখারী (রহ:) ও তাঁর প্রিয় ছাত্র ইমাম তিরমিযীকে নিয়ে গর্ব করতেন, ইমাম বুখারী (রহ:) তার প্রসঙ্গে বলেন-

انتفعت بك اكثر مما انتفعت بي

অর্থাৎ, আমি তোমার থেকে এর চেয়ে অধিক উপকৃত হয়েছি যেরূপ তুমি আমার থেকে উপকৃত হয়েছ।

৯. মেধাশক্তি:- আল্লাহ তায়ালা যখন কারো থেকে কোনো কাজ নেয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার মধ্যে সে যোগ্যতাও সৃষ্টি করেন। এ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা ইমাম তিরমিযী (রহ:)-এর মধ্যে বড় বড় হাদীসবিশারদ থেকে হাদীসের জ্ঞানলাভ করার মতো মেধা ও ধীশক্তিও দান করেছিলেন। আল্লামা আবু সাঈদ আতারিসী (রহ:) বলেন, ইমাম তিরমিযী (রহ:)-এর

৮. ইমাম বুখারী (রা) কর্তৃক ইমাম তিরমিযী (রা) থেকে হাদীস শ্রবণ :-

ইমাম তিরমিযী (রা) ইমাম বুখারী (রা)-এর অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং ইমাম বুখারী (রা) ইমাম তিরমিযী (রা) হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন;

ابواب التفسير -এর سورة الحشر এ নিম্নবর্ণিত বর্ণনা --

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن هارون بن معاوية عن حفص بن غياث عن حبيب بن عمرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

লিখে বলেছেন যে, আমার থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল এ হাদীসটি শুনেছেন; আর ابواب المناقب এর মধ্যে হাদীস -

يا علي لا يحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك .

৭. <u>ছাত্রবৃন্দঃ-</u>

হাফেয মুসা ইবনে আলাক (রঃ) বলেন-

مات البخارى فلم يخلف بخراسان مثل ابى عيسى في العلم والحفظ والورى والزهد -

অর্থাৎ, ইমাম বুখারী (রা)-এর ওফাতের পর জ্ঞানে, মেধায়, বুযুর্গী ও পরহেযগারীকে খোরাসানে ইমাম তিরমিযী (র) এর সমকক্ষ কোনো মুহাদ্দিস ছিলেন না। কেননা খোরাসান; তুরস্ক, ও সিরিয়াসহ সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর অসংখ্য সুযোগ্য ছাত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তাঁর জগদ্বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন- ১. আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মারুযী, ২. হাইসাম ইবনে কুলাইব শাশী; ৩. আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মাহবুব মাহবুবী; ৪. আহমদ ইবনে আবু ইউসুফ; ৭. দাউদ ইবনে নসর ইবনে সাহল বাযদুভী (রা) প্রমুখ।

৮. <u>শিক্ষাজীবনঃ</u>- ইমাম তিরমিযী (র) স্বীয় যুগের অগণিত হাদীসবিশারদ থেকে হাদীসের জ্ঞানলাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন ইমাম বুখারী, মুসলিম, আলী ইবনে হাজার মারুযী, হান্নাদ ইবনে সারী, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, মুহাম্মদ ইবনে বাশার, আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে সাঈদ জাওহারী, বাশার ইবনে আদম, হারুন ইবনে মুয়াস, হাতেম ইবনে আবাহ, রাফা ইবনে মুহাম্মদ, যিয়াদ ইবনে আইয়ুব, সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান, সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান, আব্বাস ইবনে আবদুল আযীম, ফযল ইবনে সাহল, মুহাম্মদ ইবনে আবান ইবনে ওযীর, নসর ইবনে আলী, হারুন ইবনে আবদুল্লাহ, ইয়াহইয়া ইবনে আকসার প্রমুখ। তিনি স্বীয় জামে তিরমিযীতে যেসব শিক্ষক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা ২০৮ জন। এদের ৪১ জন বুখারীর অধিবাসী।

শরনাপন্ন হন। এ পর্যায়ে তিনি যে যুগে আবির্ভূত যুগান্তকারী মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ (র)-এর নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞানলাভ করে স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করেন।

৫. হাদীস সংগ্রহে বিদেশ সফর:- ইমাম তিরমিযী (র) বাল্যকাল থেকেই হাদীসের জ্ঞান আহরণের প্রতি অতি উৎসাহী ছিলেন। তাই নিজ এলাকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ শেষে নিজ তিনি আরো হাদিস সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এ পর্যায়ে তিনি বসরা, কুফা, ওয়াসিত, রায়, খোরাসান, ও হিজাযে হাদীসের সন্ধানে গমন করেন। ঐ সব দেশের বড় বড় মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে তিনি হাদীস ~~গ্রন্থ~~ সংগ্রহ করেন। হাদীস সংগ্রহে তাঁর সফরের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)- বলেন-

طاف البلاد سمع خلقا من الخراسانين والعراقيين والحجازيين.

2. **নসবনামা:-** তাঁর নসবনামা হচ্ছে, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সুরাহ ইবনে মুসা ইবনে দাহহাক আস সুলামী আল বুগী আত তিরমিযী।

৩. **জন্মগ্রহণ:-** তিনি আমুদরিয়া নদীর তীরে বলখের অবস্থিত তিরমিয শহরে বগু নামক অঞ্চলে হিজরী ২০৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন মরোর অধিবাসী, তার দাদা লাইস ইবনে ইয়াসারের আমলে সেখান থেকে তিরমিযে এসে বসতি স্থাপন করেন। সে স্থানের দিকে সম্বন্ধ করেই তাঁকে তিরমিযী বলা হয়।

৪. **শিক্ষাজীবন:-** তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামেই অর্জন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ বিষয়ে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন। তাই হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ ও ফিকহবীদদের

উপস্থাপনা:- যেসব মহামনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে প্রিয়নবী (সাঃ) এর পবিত্র বাণী আজ সমগ্র বিশ্বে সগৌরবে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে সমুজ্জ্বল, তাঁদের মধ্যে আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী (র) অন্যতম। নিম্নে তাঁর জীবনচরিত এবং শামায়েল অনুসারে রাসূল (সাঃ) এর দেহ অবয়ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

نبذة من حياة الترمذي :-

ইমাম তিরমিযী (র) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী :-

১. **নাম ও পরিচয়:-** তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু ঈসা, নিসবতী নাম তিরমিযী। পিতার নাম ঈসা। তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসবিশারদ।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ উপক্রমণিকা	১
২ ইমাম তিরমিযী (রঃ) সংক্ষিপ্ত জীবনী - নাম ও পরিচয়	১
৩ নসব নামা	২
৪ জন্মগ্রহণ	২
৫ শিক্ষাজীবন	২-৩
৬ হাদীস সংগ্রহে বিদেশ সফর	৩
৭ উচ্চ শিক্ষাজীবন	৪
৮ ছাত্রবৃন্দ	৫
৯ হাদীস শ্রবণ	৬-৭
১০ মেধাশক্তি	৭-৮
১১ আল্লাহভীতি	৮
১২ তাঁর সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি	৮-৯
১৩ হাদীসশাস্ত্রে তাঁর অবদান	৯-১০
১৪ ইন্তেকাল	১০
১৫ শামায়েল অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) এর দেহ অবয়ব	১১-১৩
১৬ শামায়েল অনুযায়ী রাসূল (সাঃ) এর আচার-আচরণ	১৪-১৭
১৭ উপসংহার	১৮

(সহায়ক গ্রন্থ → আল ফাতাহ গাইড, ইন্টারনেট)

সরকারি মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

২ নং আরফ্যানেজ রোড, বক্‌শী বাজার, চকবাজার, ঢাকা।

এ্যাসাইনমেন্ট

পরীক্ষার নাম	: কামিল (এম.এ) ১ম পর্ব পরীক্ষা-২০১৯
বিভাগ	: হাদিস
বিষয়	: ৫০২
পত্র	: দ্বিতীয়

শিরোনাম : ইমাম তিরমিযি (রহ.) এর জীবনী ও শামায়েল অনুসারে রাসূল (স) এর দেহ অবয়ব ও আচার আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা।

নির্দেশনায়:

জনাব মোঃ মনজুরুর রহমান

পদবী : সরকারী অধ্যাপক

বিভাগ : দা'ওয়াহ বিভাগ

সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

উপস্থাপক:

নাম [redacted]

পিতা : [redacted]

ক্লাস রোল : [redacted]

রেজি. নং : [redacted]

শিক্ষাবর্ষ : [redacted]

মোবাইল : [redacted]

জমা দেওয়ার তারিখ :